International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-I, Issue VI, July 2015, Page No. 44-48
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

বিবেকানন্দ, নির্মিতিবাদ ও জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা, ২০০৫

সোমনাথ হাজরা
সহকারী অধ্যাপক, পাণ্ডুয়া কলেজ অফ এডুকেশন, পাণ্ডুয়া, কলকাতা, ভারত

Abstract

Constructivism is now most scientific and widely accepted concept of learning. The concept is not new in the process of teaching –learning. We can successfully found the concept of learning in the educational thought of swami Vivekananda. Swamiji laid enough faith upon the man and proves that the process of education is the development of inner potentiality. The Behaviorist approach does not recognizes the process as a significant process of learning. But Insightful Learning Theory first encompasses the mental process behind the learning and with this the Cognitive approach establishes the Concept of mental activities behind learning. Finally with the help of cognitivists and constructivists the approach I.e., constructivism flourishes. Constructivism has also faith on the children and enhances the numerous possibilities of children based on their experiences. In the theory of constructivism children construct their own world based on their own understanding and knowledge. NCF2005 build their curriculum and classroom practices upon constructivism. The modern classroom helps a child to express his experience and thought fearlessly and frankly. The faults and follies will be corrected or replaced by his teachers or peers in a democratic way. Successful constructivist learning practices of two major curricular areas i.e., Language and Social Science has also been lighted by the author in this paper. The paper aims to discuss the constructivist approach of learning in the light of NCF2005 establishing the relationship between constructivist approach of learning and educational thought of swami Vivekananda.

Keywords: Constructivism, Experience, Enquiry, Organizing, Construction.

"তোমার যা আছে তা তোমার আছে, তুমি নও গো ঋণী কারও কাছে, তোমার অন্তরে যে শক্তি আছে তারি আদেশ পেলেছ"—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভূমিকা : মন মানুষের শক্তির আধার। স্বামীজি মনোবিজ্ঞানকে মধ্যে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ মনকে তিনি শক্তির আধাররূপে গ্রাহ্য করেছেন। স্বামীজির লেখা, বাণী ও পত্রাবলীর সর্বত্র আমরা খুঁজে পাই মানুষের 'মনের শক্তি বিকাশের পথ'। জ্ঞানযোগ থেকে কর্মযোগ ভক্তিযোগ থেকে রাজযোগ সর্বক্ষেত্রেই সর্বক্ষমতার অধিকারী মানুষ ও তার মন। আর এই মনের মধ্যে অবস্থিত জ্ঞান, যা বাইরে থেকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার কোন বস্তু নয়, 'মানুষের অর্ন্তনিহিত', যা 'সক্রিয়তা বা চিন্তাশক্তি সহ শারীরিক ক্ষমতা বলে গণ্য করা যায়।' নির্মিতবাদ হল শিশুকে সমস্তরকম ধণাত্মক পরিবেশ দিয়ে শিশুর জ্ঞানের জগতের নির্মাণসাধন। শিশু কি জানে তার স্তরকে সর্বপ্রথম ঠিক করে নিতে হবে তারপর তাকে বাইরের ধারণা দিয়ে তার ধারণার

জগৎকে নির্মাণ করতে হবে। তাই নির্মিতবাদ হল পুরাতন শিখন ধারণার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা স্বাধীনতার ভাষা যাতে শিশু তার মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা পায়।

নির্মিতবাদের মূল নীতিগুলির অন্যতম হল শিশুর অর্ন্তনিহিত জগতের পরিপূর্ণ বিকাশ। আর নির্মিতিবাদী শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের প্রধান কাজ হল শিশুর এই জগতের পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হবার বিভিন্নভাবে সুযোগ করে দেওয়া। নির্মিতিবাদী শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব হবে এই উন্মোচনে শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ জায়গা করে দেওয়া। রুশোর শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার ধারণার আদর্শ শ্রেণীকক্ষ হল নির্মিতিবাদী শ্রেণীকক্ষ। পিঁয়াজে, ডিউই, ভাইগোটস্কির শিক্ষাচিন্তায় সর্বপ্রথম নির্মিতিবাদের সংগঠিত প্রতফলন দেখা যায়।

স্বামীজি স্বাভাবিকভাবেই নির্মিতিবাদী ধারণার জন্মদিয়েছিলেন যা আধুনিক শ্রেণি কক্ষের সাথে সম্পূর্ণ এক।

নির্মিতিবাদে বিবেকানন্দের প্রভাব: বিবেকানন্দের জ্ঞানান্বেষনের আদর্শ ও নির্মিতিবাদের নীতির মূল স্তম্ভে আছে মানুষের 'মন'—অন্তর্নিহিত জগৎ ও সত্ত্বা। স্বামীজি মনোবিজ্ঞানের ভাষাকে সহজভাবে উপস্থাপিত করে কর্মযোগে বলেছেন, "জ্ঞান আবার মানুষের অন্তর্নিহিত। কোন জ্ঞানই বাহির হইতে আসে না, সবই ভিতরে। আমরা যে বলি মানুষ 'জানে', ঠিক; মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে-মানুষ 'আবিষ্কার করে' বা 'আবরণ উন্মোচন করে'।"[১] বিবেকানন্দের এই জ্ঞান ও তার উন্মোচন প্রণালী নির্মিতিবাদের শিখনপ্রক্রিয়াকে একদম সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করে। শিক্ষার্থীর বিচারবুদ্ধি ও মননের ওপর ভিত্তি করে বিশ্ব-জগৎ গড়ে তুলতে সহায়তা করে। নির্মিতিবাদী শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব হবে এই উন্মোচনে শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ জায়গা করে দেওয়া। স্বামীজি অপরভাবে বলেছেন, "চকমকি পাথরে যেমন অগ্নি নিহিত থাকে, মনের মধ্যে সেই রূপ জ্ঞান রহিয়াছে; উদ্দীপক কারণটি যেন ঘর্ষণ-জ্ঞানাগ্নিকে প্রকাশ করিয়া দেয়। আমাদের সকল ভাব ও কার্য সমন্ধেও সেইরূপ; যদি আমরা ধীরভাবে নিজেদের অন্তঃকরন অধ্যয়ন করি তবে দেখিব, আমাদের হাসি কান্না, সুখ-দুঃখ, আশির্বাদ-অভিসম্পাত, নিন্দা-সুখ্যাতি-সবই আমাদের মনের উপর। বর্হিজগতের বিভিন্ন আঘাতের দ্বারা ভিতর হইতেই উৎপন্ন।"[২]

স্বামীজি অত্যন্ত সহজভাবে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগ সাধন প্রণালীকে বর্ণনা করেছেন। মনের শক্তি ও জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ করবার বা জাগ্রত করবার জন্য কর্মকে আঘাতস্বরূপে বর্ণনা করেছেন। স্বামীজির কথায় "চিন্তার শক্তি হইতেই সর্বাপেক্ষা বেশী শক্তি পাওয়া যায়"[৩] এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ মনন দ্বারা জগৎকে বিচার করে থাকে। নির্মিতিবাদের ভাষায় শিশুর জগৎ-শিশুর জগতের সংযোগসাধন, শিশুর অভিজ্ঞতা, শিশুর অভিজ্ঞতার বিন্যাস, শিশুর চিন্তাশক্তি— চিন্তা দ্বারা নির্মিত মানসিক প্রতিচ্ছবি শিক্ষকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভীতিহীনভাবে নিজ শক্তি দ্বারা জগৎ বিচার্য হয়ে অন্তর হতে প্রতিফলিত হবে। যত বেশী শিশু তার অভিজ্ঞতাকে বারংবার যৌক্তিকভাবে সংঘটিত ও উপস্থাপিত করতে সমর্থ হবে ততই তার চিন্তাশক্তি শক্তিশালী সংগঠিত ও জটিল হবে যা একটি ন্যায়নিষ্ঠ ও শান্তপূর্ণ সমাজস্থাপনের জন্য আবশ্যক দৃষ্টিভঙ্গি।

শিখনতত্ত্ব, নির্মিতিবাদ ও বিবেকানন্দ: শিখন শব্দটি প্রাচীন এবং বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির ভাষায় বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত ও পরিমার্জিত হয়ে বর্তমানে আচরণের পরিবর্তনরূপে পরিগণিত হয়েছে, পরিবেশ যার অন্যতম শর্ত। বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্নভাবে শিখন প্রক্রিয়াকে বিভিক্ত করেছেন। সেই বিভাগ অনুযায়ী কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিখনের ধারণা আমরা তফাৎ দেখতে পাই। তবে শিখন যে একটি নিরবিচ্ছিন্ন, জীবনব্যাপী প্রক্রিয়ার যা আচরণের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ও ধনাত্বক পরিবর্তন গঠন করে তা সকল মনোবিজ্ঞানী এক কথায় স্বীকার করে নিয়েছেন। শিখন প্রক্রিয়ার সাথে আমাদের সকল রকমের মানসিক প্রক্রিয়ার (আগ্রহ, মনোযোগ, বুদ্ধি ও প্রেষনা ইত্যাদি) গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। শিখন তত্ত্বে প্রাথমিক ধারনাতে নির্মিতবাদী ধারণা প্রাধান্য লাভ করেনি। আচরন বাদী তত্ত্বে শিশুকে সাধারণত 'Tabula rasa' হিসেবে গ্রহণ করা হত। শিশুর মনের জগৎ বা ধারণার জগৎ কে গুরুত্ব দান করা হত না। উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া, পুরুস্কার ও শাস্তি ইত্যাদির দ্বারাই শিখন প্রক্রিয়া মূলত নিয়ন্ত্রিত ছিল। Pavlov বা Skinner এর তত্ত্বে আচরনকে অংশ হিসাবে বিবেচনা করে শিশুর শিখন ধারণা ব্যপ্তি ঘটানো হয়েছে। শিশুর মধ্যে প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতাকে Skinner এর তত্ত্বে গুরুত্ব দান করা হলেও শিশুর জানার স্তরেওপর কোন গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি। প্রধানত, প্রথম Insightful Learning theory বা অন্তরদৃষ্টি মূলক শিখন প্রক্রিয়াতে মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়, যার ব্যাপ্তি ঘটে বা ভাবনার শক্তিকে গুরুত্ব দান করা হয়। যার ফলে ক্রমশ অনুভূতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তথ্যজারনেরক্রমশ দৃষ্টি আকর্শিত হতে লাগল। নির্মিত বাদী ধারনাতে এই মানসিক প্রক্রিয়া

গুলি পূর্ণ ভাবে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী বান্ধব হয়ে শিশুর ক্ষমতার বিস্তারে সহায়ক হল। নির্মিত বাদী শ্রেণিকক্ষে মনস্তত্ত্বের জ্ঞান মূলক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামজিক দৃষ্টিভঙ্গির মিলন ঘটানো হয়। নির্মিত বাদী ধারণার বিভিন্ন পরিবর্তনশীল চলের (প্রক্ষভ, সামাজিক, স্তর বিভাজন ও পরিবেশ ইত্যাদি) সাথে শিখনের সম্পূর্ণ স্থাপন করা হয়।

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে দেখতে গেলে Naturalism বা প্রকৃতবাদী তত্ত্বে সর্বপ্রথম শিশুর জগৎকে গুরুত্ব প্রদান করা হয় যার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্থাপিত করা হয় প্রগতিবাদী তত্ত্বে।

প্রজ্ঞামূলক তত্ত্বের মধ্যেই নির্মিতিবাদের বীজ রোপণ হয়েছিল তবে তা স্বাধীনভাবে প্রকাশ পায় অনেক পরে। নির্মিতিবাদ শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার গতানুগতিক চিন্তাভাবনাকে নাড়িয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক একগুচ্ছ ধারণার জন্ম দেয় যেমন— অংশগ্রহণমূলক শিখন, সামর্থ্যভিত্তিক শিখন, মিথোস্ক্রিয়াশীলশশিখন ইত্যাদির। রুশোর শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার ধারণার আদর্শ শ্রেণীকক্ষ হল নির্মিতিবাদী শ্রেণীকক্ষ। সুইস চিন্তাবিদ জ্যাঁ পিঁয়াজে (১৮৯৬-১৯৮০), আমেরিকান দার্শনিক জন ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২) ঈ রাশিয়ান ডাক্তার লে ভাইগোটস্কির শিক্ষাচিন্তায় সর্বপ্রথম নির্মিতিবাদের সংগঠিত প্রতিফলন দেখা যায়।

পিঁয়াজে (১৯৬৪) বলেছেন যে, Knowledge is not a copy reality. According to him, to know an object, to know an event, is not simply to look at it and make a mental copy or image of it. To know an object is to act on it. To know is to modify to transform the object and to understand the process of this transformation and as a consequence to understand the way the object is constructed. অত্যন্ত সহজ ভাষায় পিঁয়াজে তাঁর বিকাশমূলক তত্ত্বে শিশুর জ্ঞানের সংগঠনের পদ্ধতিকে বর্ণনা করেছেন। স্কিমার সংগঠনে ও সম্প্রসারণে শিক্ষকের কাজ হল সয়াহতা করা ও বাস্তব সক্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখনের সুযোগ করে দেওয়া। ভাইগোটস্কির নির্মিতিবাদকে আমরা সামাজিক নির্মিতিবাদ বলেই চিহ্নিত করে থাকি যার ভিত্তি হল সামাজিক ও কৃষ্টিগত। ভাইগোটস্কি (১৯৭৮) বলেছেন যে, Every function in the child's cultural development appears twice: first on the social level and later the individual level. Again he describes that, first between people (inter-psychological) and then inside the chil (intrapsychological) ভাইগোটস্কির তত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষককে শিশুর সামাজিক ও কৃষ্টিগত ভিত্তির ধারণা দিয়ে শিশুর শিখন সামর্থের সীমাকে সামাজিক ভিত্তি অনুযায়ী স্থির করে শিশুর বিকাশে সহায়তা করতে হবে। পিঁয়াজে প্রধানত জ্ঞান মূলক নির্মিতবাদী ধারণা দিয়েছিলেন ও ভাইগোস্টিক প্রধানত সামাজিক নির্মিতিবাদী ধারনা দিয়েছিলেন জ্ঞান মূলক নির্মিতবাদীদের থেকে সামাজিক নির্মিতি বাদীদের ধারণা কিছু কিছুক্ষেত্রে পৃথক। তবে শিশুর নির্মাণের ভিত্তি দুটি ধারণার মধ্যে দিয়েই প্রকাশ করা পেয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে গেলে শিশুর জ্ঞানের নির্মান করতে পারে আবার তার থেকে বেশি জানে কোনো সহপাঠী বা শিক্ষকের সহযোগীতাতেও তার জ্ঞানের নির্মান করতে পারে। ভাইগোটস্কি ZPD ও Scaffolding এর ধারণা নির্মিতবাদের শ্রেণিকক্ষের ধারণাকে পূর্নাঙ্গ রূপে দিয়ে থাকে। ধারণায় শিশুর সমস্যা সমাধানের পথ এবং রুপক স্পষ্টভাবে দেখা যায়। শিশুর মধ্যে মিথস্ক্রিয়া করার ক্ষমতা বৃধি পায় যার গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলা যায়:

ক। মিথস্ক্রিয়া অভিজ্ঞতা নির্মানে সাহায্য করে।

খ। মিথস্ক্রিয়া সামাজিক দক্ষতার আদান প্রদানে শিশুকে সাবলীল করে তোলে।

গ। মিথস্ক্রিয়া সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তোলে।

ঘ। মিথস্ক্রিয়া মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকেও তরান্বিত করে।

Burner এর নির্মিতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে শিশুকে আবিষ্কারক হিসাবে দেখা হয়েছে যেখানে সহায়তায় শিশু তার নিজের জগৎকে আবিষ্কার করবে। নির্মিতিবাদী শিক্ষন কক্ষে শিশু তার মনের অনুসন্ধিৎসা মেটাবার জন্য অবাদ ও খোলামেলা প্রশ্ন করবে যার সহায়তায় শিক্ষক তার ধারণাকে সুগঠিত রূপ দেবে।

নির্মিতিবাদকে আমরা বিবেকানন্দ, পিঁয়াজে বা ভাইগোটস্কি যাঁর দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারাই দাঁড় করাই না কেন, দেখতে পাব নির্মিতিবাদ শিশুর একটা জগৎ, যে জগতে প্রাধান্য পায় শিক্ষার্থীর নিজের বিচার, বুদ্ধি ও মনন, যা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে স্বাধীনভাবে সমর্থন করে। আর নির্মিতিবাদ তত্ত্বানুযায়ী শ্রেণীকক্ষ পরিচালিত হবে সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক পরিবেশে যাতে শিক্ষকের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ভীতিহীনভাবে শিখার্থী শিখন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও মিথোক্রিয়া করতে সমর্থ

হবে—যা শিশুর জ্ঞানের নির্মাণের ভীতিহীন ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। এই ধারণা জ্ঞান বা শিক্ষণীয় বিষয়কে জোর করে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া ধারণার বিরোধিতা করবে। **NCF 2005-এ শিক্ষা ও জ্ঞান** অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "পাঠক্রম এমন হওয়া উচিৎ, যা শিশুদের নিজস্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। তাদের আরও বেশী কৌতুহলী করবে, যাতে তারা আরও প্রশ্ন করতে পারে, অর্থঅনুসন্ধিৎসু হয় এবং নিজের হাতে পিছু করতে পারে। এইভাবে নিজস্ব অভিজ্ঞতাগুলোকে স্কুল থেকে অর্জিত জ্ঞানের সাথে মিলিয়ে নিতে পারে।"[৪] অর্থাৎ NCF 2005-এর পাঠক্রম পরিকল্পনাতেও সম্পূর্ণভাবে নির্মিতিবাদী আদর্শের প্রতিফলনই আমরা দেখতে পাই। পুনরায় NCF 2005-এ নির্মাণ শব্দ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "ছাত্র বা ছাত্রী যখন শিক্ষালাভ করে তখন প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী ব্যাক্তিগত ও সামাজিক স্তরে এই জ্ঞান নির্মাণ করে।"[৫] অর্থাৎ জ্ঞান নির্মাণের এই প্রক্রিয়া স্বামীজির "উন্মোচন" ও ভাইগোটস্কির 'interpspychological' ও 'intrapsychological' শব্দগুলির আদর্শ ও ধারাকে ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ প্রথাগত শ্রেণিকক্ষের মত কোন তথ্য সম্পর্কে এসে শিক্ষক সরাসরি তাঁর জ্ঞানকে বিতরণ না করে। বিভিন্ন সমস্যাসমাধানমূলক, অনসন্ধিৎসু ও গঠনমূলক প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে সেই তথ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞান নির্মাণ করবে। এক্ষেত্রে জ্ঞান হবে গতিশীল ও পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতা। নির্মিতিবাদী শ্রেণীকক্ষ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপরের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা, অন্যের মত সহানুভূতির সঙ্গে শোনা বা তার গ্রহণযোগ্যতা বিচার করা, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা ইত্যাদি গুণাবলীর বিকাশের সুযোগ দিয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গড়ে তুলবে যা অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত জরুরী। শিশুর অভিজ্ঞতার উপস্থাপন ও বিন্যাস শিশুদের সমাজসচেতন, সহমর্মী, পরিশ্রমী ও যুক্তিসমন্বিত চিন্তাভাবনার অধিকারী করে তুলবে। শিক্ষার্থী যদি তার দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞান ও পাঠ্যপুস্তকের প্রসঙ্গকে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না করতে পারে, তবে পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান নিছকই তথ্যে ও বোঝায় পরিণত হবে। জ্ঞান সক্ষমতার বোধ প্রয়োগদক্ষতা অর্জন বৃত্তাকারে আবর্তিত হয়, যা শিক্ষার্থীকে যা শিখছি তাকে কি করে ব্যবহার করতে পারি এই ধরণের চিন্তা করতে উৎসাহিতবোধ করবে, যা স্বামীজির ভাষায়, নিজের প্রতি আস্থা গড়ে তুলবে।

নির্মিতিবাদী শ্রেণিকক্ষের রূপরেখা :

১। নির্মিতিবাদী শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে।

২। হাতে কলমে কাজের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিয়ে মূলত দলগত ভাবে শ্রেণিকক্ষের কার্যাবলি পরিচালিত হবে।

৩। শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীর মিথস্ক্রিয়াকে ও উৎসাহিত প্রশ্নকে বিশেষ গুরুত্বদান করা হবে।

৪। সামাজিক অভিজ্ঞতা বা দক্ষতাকে শ্রেণিকক্ষে ভিতিহীন ভাবে উপস্থাপন করবে ও শিক্ষক মহাশয় শিশুর অভিজ্ঞতা নির্মাণে সেগুলিকে ব্যবহার করবে।

৫। শিশুর শিখন ধারনা নির্মাণে তার সহপাঠী ও শিক্ষক মহাশয় নিরবিচ্ছিন্নভাবে অংশগ্রহণ করবে।

৬। পাঠক্রমের বিন্যাসে শিশুর চাহিদা, আগ্রহ বা দক্ষতাকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

৭। শ্রেণিকক্ষ অংশগ্রহণ মূলক অংশিদারিত্বকে বিকশিত করবে।

শিখনের দুটি ক্ষেত্রে নির্মিতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি :

ভাষা : ভাষা শিশুর জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে যে চারটি দক্ষতা আছে সেগুলির দুটির (শ্রবন ও কথন) সাহায্যে শিশু প্রধানত ভাষাকে আয়ত্ত করে। অপর দুটি দক্ষতা (পঠন ও লিখন) ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধি করে ও ব্যবহারকে ত্বরান্বিত করে।

মাতৃভাষা বা দ্বিতীয় ভাষা যাই হোক না কেন শিশুর শোনা ও বলার জায়গা যত বেশি আমরা দিতে পারব ততই শিশুর ভাষার দক্ষতা অর্জন করবে।

নির্মিতিবাদী শ্রেণিকক্ষ শিক্ষার্থী শোনা ও বলার জায়গা অনেক। ফলে ভাষার ব্যবহার বিভিন্নভাবে শিক্ষককে সহযোগিতায় ত্বরান্বিত হবে। ভাষার ব্যবহারে কোন ভুল ত্রুটি হলে শিক্ষার্থীকে থামাবার দরকার নেই। যতক্ষণ না পর্যন্ত সে বলার সাবলীলতা অর্জন করছে। বলার সাবলীলতা অর্জন করলেও তারপর ত্রুটিগুলোকে সংশোধনের পর্যায় যাওয়া দরকার।

সমাজবিজ্ঞান : সমাজবিজ্ঞান মূলত ন্যায় নিষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ স্থাপনের উদ্দেশ্য শিশুর দৃষ্টিভঙ্গিকে স্থানীয় জ্ঞানকে স্থানীয় ধারণাকে গুরুত্ব দিয়ে ক্রমশ জাতীয় বা আন্তর্জাতীক স্তরে উন্নিত করতে হবে। ইতিহাস বা ভুগোলের ক্ষেত্রে স্থানীয় ইতিহাস বা ভূগোলকে গুরুত্ব দিয়ে শিশুর ধারণার ব্যাপ্তি ঘটাতে হবে। অর্থনৈতিক ধারণার ক্ষেত্রে প্রতিদিনের ছোট ছোট অভিজ্ঞতাকে

গুরুত্ব দিতে হবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা পৌরবিদ্যার ক্ষেত্রে স্থানীয় স্তরের পঞ্চায়েত বা পৌরসভার ধারনাকে গুরুত্ব দিয়ে রাজ্য বা জাতীয় স্তরের ধারনার দিকে এগিয়ে যেতে হবে। শিশু যেন তার সমাজবিজ্ঞানকে বইতে খুঁজে পায় তবেই শ্রেণীকক্ষের সাথে বাস্তব অভিজ্ঞতার মিলন ঘটানো সম্ভব হবে।

নির্মিতিবাদী শ্রেণিকক্ষের উপযোগীতা :

১। নির্মিতিবাদী শ্রেণিক্ষ শ্রেণী অসাম্য দূর করে।

২। নির্মিতিবাদী শ্রেণিকক্ষ শিশুদের মধ্যে অংশগ্রহণ মূলক অংশিদারিত্বের ধারান গড়ে তোলে।

৩। শিশু নিজের পরিবেশের গুরুত্বকে উপলব্ধি করতে পারে।

৪। বয়সন্ধিকালের অবস্থাতে নিজের ভাবনার সাথে বন্ধুর ভাবনার মিথস্ক্রিয়া ঘটিয়ে মনের দ্বন্দ্ব দূর হয়।

৫। ভিত্তিহীনভাবে নিজের জ্ঞান ও উপলব্ধিকে যে কোন স্থানে উপস্থাপন করতে পারে।

৬। জয় বা পরাজয়, হার বা জিৎ যাই হোক না কেন ভাগ করে নিতে অসুবিধা হয়না।

৭। নিজের ত্রুটিকে সাবলীল ভাবে গ্রহণ করে সংশোধনের পথে যেতে পারে।

৮। সর্বপরি শ্রেণিকক্ষ নির্মিতিবাদী ও সমাজের প্রতি আস্থা, সহনশীলতা ও বিশ্বাসের জন্ম দেয়।

উপসংহার : স্বামীজি বলেছেন যে, বর্হিজগৎ যেন একই পথে চলেছে, একপ্রকার অবস্থার ভিতর দিয়ে যেন উভয়কেই চলতে হচ্ছে, উভয়ই যেন এক সুরে বাজছে। অর্থাৎ শিশুর জগৎ, শিশুর সামাজিক জগৎ, শিশুর কৃষ্টিগত জগৎ ও শিশুর বইয়ের জগৎ-কে আমরা কোন অবস্থাতেই আলাদা করতে পারব না। তাই ভাইগোটস্কির নির্মিতিবাদ অনুযায়ী শিশুর বাইরের জগতের সাথে অন্তর্জগতের মিলন ঘটিয়ে জ্ঞানের জগৎ-এর সার্থক নির্মাণ করতে হবে। স্বামীজি বলেছেন, "যাহার একাগ্রতা বেশী সে বেশী জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ।"[৬]অপরভাবে ভলেছেন, "চিন্তার শক্তি থেকেই সবথেকে বেশী শক্তি পাওয়া যায়",[৭] উভয়ক্ষেত্রেই তিনি শরীর ও জ্ঞানকে গুরুত্ব দিয়ে মনের শক্তির মাধ্যমে তার সংগঠনের কথা বলেছেন। একইভাবে NCF 2005-এ শরীর ও মনকে গুরুত্ব দিয়ে শিশুর জগৎবিস্তারের কথা বলা হয়েছে। স্বামীজি বলেছেন, "জগতের অনন্ত শক্তি তোমার ভিতরে"৮ আর নির্মিতিবাদে ভিতরের শক্তিকে উপলব্ধি করে বর্হিজগৎ ও অর্ন্তজগৎ-এর মিলনের মধ্যে দিয়ে শিশুর জ্ঞানের নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। NCF 2005 এ শিশু তার বাইরের জগৎ থেকে যে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ করে তাকে শ্রেণিকক্ষে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করার কথা বলা হয়েছে। শিশু তার বাইরের জগৎ-এর অনুভূতিকে যেন ভীতিহীনভাবে শ্রেণিকক্ষে প্রকাশ করতে পারে। এর ফলে শিশুর জ্ঞান গ্রহণের ইচ্ছা করবে, বাড়বে প্রকাশ করার ক্ষমতা। শিশু তার গুরুত্বকে শ্রেণীকক্ষে উপলব্ধি করতে পারলে, গণতান্ত্রিক চেতনার বিস্তার ঘটবে। শিশু অংশগ্রহণমূলক অংশীদ্বারিত্বকে বুঝতে পারবে।

গ্রন্থসূচী:

১। বিবেকানন্দ স্বামী, বাণী ও রচনা, খন্ড-প্রথম, স্বামী মুমুক্ষানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ২০১২, (৩৩ তম পুর্নমূদ্রণ, মে), পৃঃ ৩৭।

২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮।

৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩০।

৪। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, ২০০৫, পৃঃ ১২।

৫। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬।

৬। বিবেকানন্দ স্বামী, বাণী ও রচনা, খন্ড-তৃতীয়, স্বামী মুমুক্ষানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ২০১২, (২৬ তম পুর্নমূদ্রণ, সেপ্টেম্বর), পৃঃ ৩১৬।

৭। বিবেকানন্দ স্বামী, বাণী ও রচনা, খন্ড-প্রথম, তদেব, পৃঃ ১৩০।

৮। বিবেকানন্দ স্বামী, বাণী ও রচনা, খন্ড-দ্বিতীয়, স্বামী মুমুক্ষানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ২০১২, (২৮ তম পুর্নমূদ্রণ, অক্টোবর), পৃঃ ৩০।

৯। Sarkar, S.K. (2011), Constructivism as a Paradigm for Teaching and Learning. In Sikshachintan, Volume-5 pp. 239-247